লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড

সাদা রেইলিং দেওয়া স্বপ্নের বারান্দা

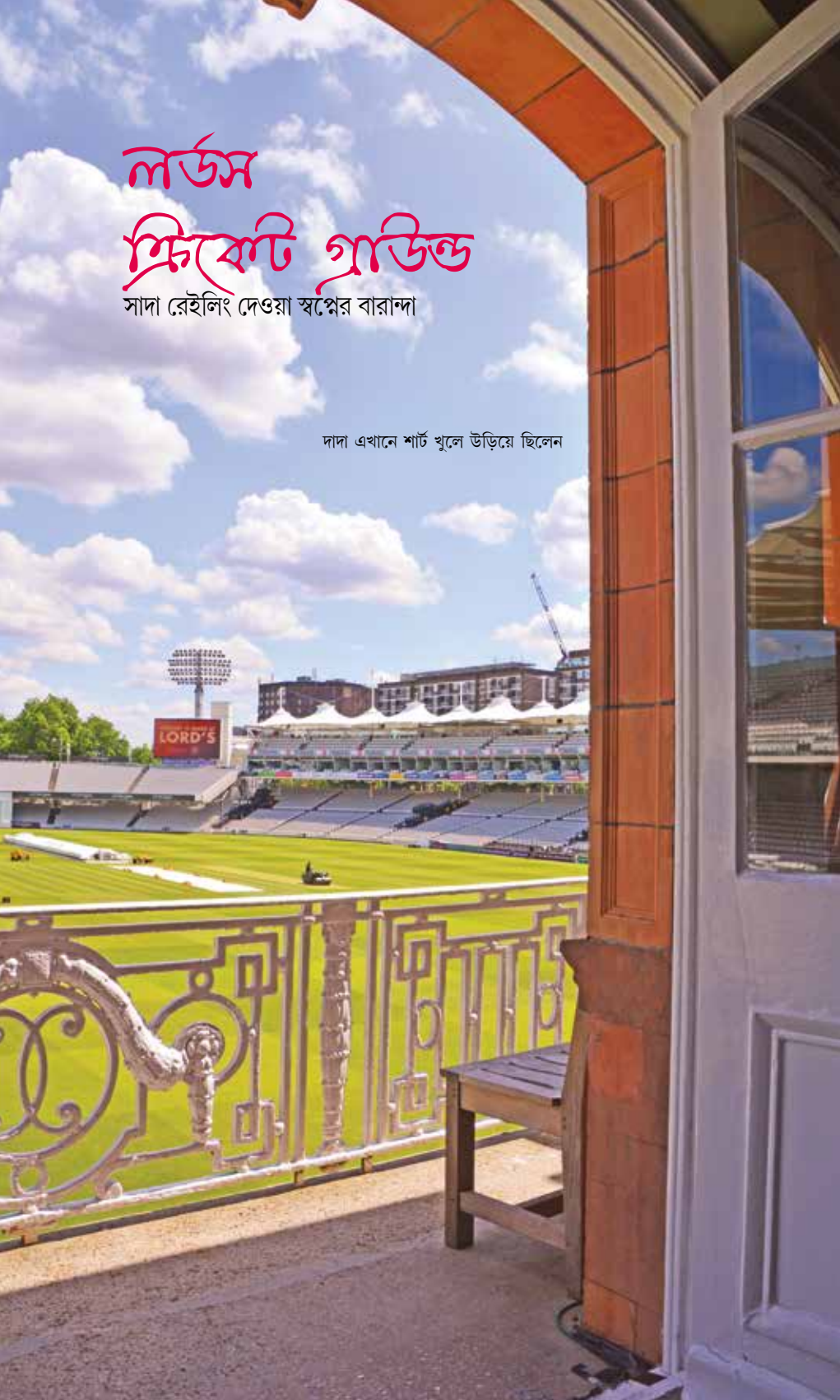

দাদা এখানে শার্ট খুলে উড়িয়ে ছিলেন

৪ ফুট উঁচু সাদা বেদীর মাথায় এক বর্গফুট পাটাতনের উপর রাখা ছিল ছোট্ট ভস্মাধারটি, সেটা আবার আট ফুট লম্বা একটা কাঁচের বাক্সে ঢাকা ছিল। ভস্মাধারটি মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা, কালচে বাদামী রঙের ভস্মাধারের মাঝে সাদা রঙের ছোট্ট জায়গার উপর আরও ছোট অক্ষরে কি সব লেখা, পড়াই মুশকিল। তবে পাশের বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে বুঝলাম এটাই সেই ভস্মাধার যেখানে ক্রিকেটের "অ্যাশেজ" (ছাই) রাখা। ১৮৮২ সালে যখন অতিথি দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে, তখন স্থানীয় একটি ক্রীড়া বিষয়ক পত্রিকা এই পরাজয় নিয়ে একটা বিদ্রুপাত্মক শোক সংবাদ ছাপে। সংবাদ ভাষ্যে বলা হয়, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মারা গেছে এবং শেষকৃত্যানুষ্ঠানও হয়ে গেছে। আর শবদেহের ছাইভস্ম নিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ান দল। পরের বছর যখন ইংলিশ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়, সেখানে তারা টেস্ট সিরিজ জিতে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে। তখন অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষ থেকে ইংলিশ অধিনায়ককে একটা ছোট্ট ভস্মাধার উপহার দেওয়া হয়। যার প্রতীকী অর্থ হচ্ছে সেই ছাইভস্ম ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে আনা হল।

মনে করা হয় ক্রিকেট স্ট্যাম্পের উপর রাখা একটি বেইল পুড়িয়ে তার ছাই এই ভস্মাধারে রাখা হয়েছে, এবং এটাই সেই ভস্মাধার। ক্রিকেট বিশ্বে এই "অ্যাশেজ" ধারণার ভিত্তিতে যে ট্রফি দেওয়া হয়, তা এই ভস্মাধারটিরই অবিকল প্রতিরূপ। ভস্মাধারটির দুই ফুট দূরত্বে একইরকম একটি কাঁচের বাক্সে দেখলাম দেড় ফুট উচ্চতার রূপালী ফুলদানী আকারের একটা ট্রফি রাখা। ট্রফিটার বেদী কাঠ রঙের আর দুই পাশ দিয়ে দুটো হাতল উপরের দিকে উঠে গেছে। ট্রফির নোটে (চিরকুট) লেখা, "প্রুডেন্সিয়াল কাপ।" এই কাপটাই একসময় কপিল দেব দুই হাতে তুলে ধরেছিল।

আমার পেছনের একটা কাঁচের দেওয়াল ঘরটির অন্য অংশকে পৃথক করেছে, এই অংশে দাপ্তরিক কাজ করা হয়। সাদা শার্ট পরা এক যুবক সেখানে কাঠের একটা ডেস্কে বসে কম্পিউটারে কিছু টাইপ করছিল। দেওয়ালগুলো জুড়ে ক্রিকেট বিষয়ক বিভিন্ন চিত্র আঁকা ছিল। শচিন টেন্ডুলকারের একটা ছবি দেখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে ছবিটা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর আমার চোখ ডানদিকে সরতেই দেওয়ালের পাশে একটা কাঁচের বাক্সে দেখলাম নীল রঙের একটা জ্যাকেট। ওটার গায়ে সাদা অক্ষরে 'টেন্ডুলকার' নাম লেখা আর তার নিচে নম্বর লেখা ১০। নাম বরাবর আরেকটু নিচে নামতেই দেখতে পেলাম কালো কালিতে শচিন টেন্ডুলকারের স্বাক্ষর।

ক্লাব হাউসে আমন্ত্রিত দলের বসার স্থান

জায়গাটা ছিল লন্ডনের লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের এমসিসি জাদুঘরের উপর তলা। আমার এই বিশেষ ভ্রমণে বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখার আগে জাদুঘরটা ভালোভাবে দেখে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা ভেসে এল, "যাদের ট্যুর ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবার কথা, তারা অনুগ্রহ করে দরজার দিকে আসুন।"

আমি দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলাম এবং ৪০ জন দর্শনার্থীর একটা দলের সাথে যোগ দিলাম এবং আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেলাম। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই দিনে বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের গাইড তখন তার এই নির্ধারিত দলের সদস্যদের সংখ্যা গুণতে লাগল। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের গাইড যখন আমরা কে কোথা থেকে এসেছি জানতে চেয়েছিল, তখন সে তার নাম বলেছিল রিচার্ড। ওর গায়ে ছিল সবুজ ব্লেজার, সাথে হালকা ধূসর রঙের পাজামা আর পায়ে বাদামী রঙের জুতো। তার খাড়া নাকের উপর ঝুলছিল রিম্লেস চশমা, আর ধূসর চুল মাথার পেছনে ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। আমরা যাতে তার বলা কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারি, তাই সে বেশ ধীরে ধীরে কথা বলছিল। অনেকটা, ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের বোঝাবার জন্য যেমন করে কথা বলে, তেমন।

আমি ধাতু দিয়ে গড়া দাড়িওয়ালা এক ক্রিকেটারের একটা মূর্তি দেখছিলাম। সে তার ব্যাট হাতে সামনে ঝুঁকে পায়ের বুট নিয়ে চিন্তিত। এই বিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম ডাব্লিউ জি গ্রেস যার ছবি আমি আগেই সেই জাদুঘরে দেখেছিলাম। রিচার্ড বেশ স্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানাল যে আমরা এখানে কি কি দেখতে যাচ্ছি এবং বলল, "এই লর্ড'স নামটা এসেছে থমাস লর্ডের নামে যিনি ১৭৮৭ সালে প্রথম একটা মাঠ নির্মাণ করেন।" মনে মনে ভেবে দেখলাম, সময়টা ছিল ভারতে পলাশী যুদ্ধের ৩০ বছর পর। এরপর ১৮১৪ সালে লন্ডনের মেরিলবোন এলাকায় মাঠসহ বর্তমান জায়গায় বিখ্যাত ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা হয়। আমি রিচার্ড ও পর্যটক দলকে অনুসরণ করে স্টেডিয়ামের একটা লম্বা ঘরে পৌঁছে গেলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আকারের মত এই ঘরের নামটাও দ্য লং রুম। ঘরটির দেওয়াল ঢেকে আছে বিভিন্ন ক্রিকেটারের ছবিতে। এই ঘরটা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য সাজানো হচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম ডব্লিউ জি গ্রেসের চার ফুট বাই পাঁচ ফুট বিশাল একটা ছবির নিচে। তারপর মাথা নিচু করে জানালা দিয়ে এই প্রথমবার লর্ড'স গ্রাউন্ডের ঝকঝকে সবুজ সেই বিশাল

▲ লর্ডস, খেলা চলছে

মাঠ দেখলাম। ক্লাবের সদস্যদের বসার জন্য পাঁচ সারি সাদা বেঞ্চ মাঠ বরাবর পাতা। খেলার মাঠের ঘাসের চারপাশ দিয়ে তিন ফুট উঁচু সাদা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার মাথায় কয়েক ফুট দূরত্বে পরপর জোড়ায় জোড়ায় সোনালী হুক লাগানো। সামনের আসনের সম্মানিত সদস্যরা যেন তাদের গায়ের ব্লেজার খুলে ঐ হুকগুলোতে ঝুলিয়ে রেখে আয়েশ করে বিকেলের আলোয় ভদ্রলোকের খেলা (জেন্টেলম্যান গেম) বলে পরিচিত ক্রিকেট উপভোগ করতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ আগে বলা রিচার্ডের একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেল। সে বলেছিল, "ক্লাবের তিন জন সদস্য আপনাকে অনুমোদন দিলেই আপনি এই বিখ্যাত ক্লাবের সদস্যপদ পেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ২৮ বছর।"

পরের দিন একটা খেলা ছিল। তাই মাঠ ঠিকঠাক করার কাজ চলছে। মাঠের মাঝখানে কিছু লোককে দেখলাম, সেই প্রস্তুতির কাজ সারছে। মাঠে দর্শকদের বসার জায়গার উপরের দুটো প্রান্তের মাঝে লম্বা ডিম আকৃতির কাঁচের দেওয়াল ঢাকা একটা স্থান দেখলাম। জায়গাটা নাকি মিডিয়া সেন্টার, মানে ক্রীড়া সাংবাদিকেরা সেখানে বসেন। রিচার্ড আগেই জানিয়েছিল যে, আমাদের ভ্রমণ শেষ হবে মিডিয়া সেন্টারে পৌঁছে। তারপর সেখানে বসে সাংবাদিকেরা যেভাবে মাঠকে দেখে, আমরাও মাঠের সেই দৃশ্য উপভোগ করব।

লং রুমের গোল টেবিলগুলো সাদা কাপড়ে ঢাকা হয়েছে, তার উপর সাদা ন্যাপকিনগুলো (হাতমুখ মোছার ছোট্ট কাপড়) বৃত্তাকারে রাখা হয়েছে। কাঠের চেয়ারগুলোর পিঠ ঠেকানোর জায়গাটা সবুজ কাপড়ে ঢাকা হয়েছে।

আর সেই সবুজ কাপড়ের উপর সোনালী অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে এমসিসি। আমাদেরকে চারপাশটা ভালোভাবে দেখার একটু সময় দিয়ে অবশেষে রিচার্ড বলে উঠল "চলুন, এবার দলগুলোর ঘরের দিকে যাই।" আমরা অভিজাত চেহারার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুই ধাপ উপরে উঠে গেলাম। মূলত এটা শুধু স্টেডিয়ামই ছিল না, বরং এটা বিশ্ববিখ্যাত একটা ক্লাবও এবং প্রকৃত অর্থেই একটা অভিজাত ক্লাব বলেই অনুভূত হচ্ছিল। ইংরেজ ক্রিকেট দলের ঘরে যাওয়ার পথে সাদা দেওয়াল জুড়ে অতীতের বিভিন্ন বিখ্যাত ক্রিকেটারের ছবি দেখলাম।

ইংরেজ ক্রিকেট দলের ঘরের দরজাটা বেশ ছোট। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে দেখলাম সাদা রেইলিং দেওয়া সরু একটা বারান্দা। রিচার্ড দেওয়ালের কাঠের বোর্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে জানাল এই বোর্ডটাকে "হল অব ফেইম" বলে। আমরা সেখান থেকে আবার সিঁড়ির দিয়ে নেমে অন্যপাশের অতিথি দলের ঘরের দিকে গেলাম। আবার যখন কাঠের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম, তখন মুহূর্তের জন্য আমি সিঁড়ির কাঠের হাতলে হাত রেখে উপরে তাকালাম। দেওয়ালে হাতে আঁকা তিন জন বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটারের পূর্ণ দেহের ছবি ঝুলছে। ছবিগুলোর চারপাশের ফ্রেম সোনালী রঙের। প্রতিটি ছবি প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। তাদের সবার গায়ে সাদা রঙের ক্রিকেট ইউনিফর্ম। তার উপর একটা নীল ডোরা দাগ কাটা সাদা সোয়েটার। ওই ক্রিকেটারেরা ছিলেন দিলিপ ভেংসরকার, বিষাণ সিং বেদি আর কপিল দেব। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রিচার্ড হঠাৎ চমৎকার একটা তথ্য জানাল, "দিলিপ ভেংসরকার এই লর্ডসে মাত্র তিন বার খেলেছেন এবং প্রতিবারই তিনি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন।"

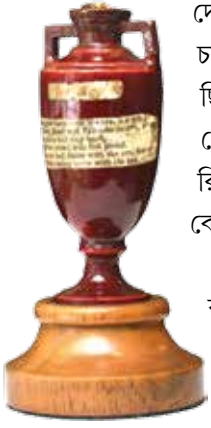

অন্যান্য ক্রিকেটারদের ছবি দেখতে দেখতে একসময় আমরা সবাই জড়ো হলাম অতিথি দলের ঘরে। এই ঘরটাও আগের ঘরের মতই দেখতে। ঘরটার দেওয়ালের পাশ দিয়ে বসার জন্য নীল রঙের চামড়ার তাকিয়া পাতা। তাছাড়া পাঁচটা আরামদায়ক চেয়ারও ছিল ঘরটাতে। দেওয়ালে থাকা কাঠের বোর্ডে হল অব ফেইমের খেলোয়াড়দের নাম লেখা। ঘরের একটা বিশেষ জায়গা দেখিয়ে রিচার্ড জানাল, "শাচিন টেন্ডুলকার এখানে এলে সবসময় বোলারদের নাম লেখা 'হল অব ফেইম' বোর্ডের নিচে বসতেন।"

আমাদের দলের সবাই অবাক হয়ে দেখলাম নীল জিন্স পরা দশ বছরের একটা মেয়ে ঠিক ওখানে বসেই রিচার্ডের কথা শুনছে।

▲ এম.সি.সি. ক্রিকেট অ্যাকাদেমি

তার মুখের ছড়ানো বিজ্ঞ হাসির ভাবটা এমন যে, লর্ডসের পোশাক বদলের এই ঘরে শচিন যে ঠিক এখানেই বসত, তা যেন সে আগে থেকেই জানত। ঘরের অন্যপাশের একটা নামের তালিকা দেখিয়ে রিচার্ড বলল যে লর্ডসে যারা সেঞ্চুরি করেছে এই তালিকাটা সেইসব খেলোয়াড়দের। তারপর গলাটা কিছুটা নামিয়ে সে বলল, "সুপরিচিত এসব নামের মাঝে আপনারা অবশ্য শচিন টেন্ডুলকার ও ব্রায়ান লারার নাম পাবেন না।" কিন্তু এটাও আপনারা জেনে রাখুন শচীন লর্ডস ক্লাবের পাশেই নিজের বাড়ী বানিয়েছেন এবং দিনের অনেকটা সময় এই ক্লাবে ব্যয় করেন যখন তিনি লন্ডনে উপস্থিত থাকেন।

আমাদের দলের কয়েকজন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমি আমার পালার অপেক্ষায় থাকলাম। বারান্দায় থাকা লোকগুলো ফিরে আসতেই সেটা ফাঁকা হয়ে গেল। আমি সেই ছোট্ট বারান্দার দিকে যেতে যেতে শুনলাম রিচার্ড বলে চলেছে, "ধোনি সবসময় টিভির ঠিক সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কোণের দিকে বসে বসে খেলা দেখত।" বারান্দাটা খুব বেশি হলেও আট ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া। সেটা আবার তিন ফুট উঁচু সাদা ধাতব গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আমার ডান দিকে দরজার মুখে দেখলাম একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। দীর্ঘদিন ঐ অবস্থায় থাকাতে কিছুটা বিবর্ণ ও ধূসর হয়ে গেছে। সেখান থেকেই রিচার্ডের কণ্ঠ আমার কানে ভেসে এল, "আপনারা হয়ত জানেন বাইরের বারান্দার বেঞ্চের উপরে উঠেই সৌরভ গাঙ্গুলি তার গায়ের জামা খুলে নিয়ে হাতে

ঘুরিয়েছিল।" আমি নিচু হয়ে বেঞ্চটা একটু ছুঁয়ে দেখলাম। বৃষ্টির কারণে এটা ধূসর হয়ে গেছে। আমাদের দলের দুজন সদস্য আবার বারান্দায় এসে বেঞ্চটা একবার দেখে নিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, "এই সেই বিখ্যাত জায়গা যেখানে দাদা আনন্দে তার গায়ের বসন খুলে ফেলেছিল।"

চারপাশে তাকিয়ে পুরো জায়গাটার একটা ধারণা নিয়ে আমার মনে শুধু একটাই শব্দ এল, 'রাজকীয়। অবারিত সবুজ ঘাস, মাঠের চারপাশের সাদা স্ট্যান্ড থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি পিছনের বিল্ডিং-এর দিকে তাকালাম। এটাই ক্লাবের প্রধান অংশ। বাদামী রঙের বাড়িটির বারান্দার দুই প্রান্তের কিছুটা বৃত্তাকার তোরণ একটা অন্যরকম আকর্ষণীয় চেহারা দিয়েছে। আমি ডানদিকে ঘুরে ক্লাবের অন্যপাশের ইংরেজ দলের ঘরের বারান্দার দিকে তাকালাম। দুই বারান্দার মাঝে সাদা ধাতব রেলিং দেওয়া আরও একটা বড় বারান্দা দেখলাম। সেখানে ক্লাব সদস্যেদের জন্য সাদা রঙের আসন পাতা।

রিচার্ডের কণ্ঠ আমার মন থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। এটাই সেই বেঞ্চ, যেখানে গাঙ্গুলি তার জামা খুলে মাথার উপর উড়িয়েছিল, সমস্ত ভারতবাসী সেই সময় দাদার পাশে ছিল। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মাথার ভিতর স্মৃতিরা ভিড় করে এল এবং যারা ক্রিকেট পছন্দ করে এবং যাদের কিছুটা বয়স হয়েছে, তাদের নিশ্চয় লর্ডসের সেই দিনটা মনে থাকবে। প্রায় কয়েক যুগ আগের ঘটনা। যেদিন কপিল দেবের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। আমি তখন স্কুল ছাত্র। কলকাতায় প্রতিবেশীদের বাড়ির বৈঠকখানার মেঝেতে বন্ধুবান্ধবসহ ঘরভরা মানুষের মাঝে বসে টিভির দিকে টানটান উত্তেজনায় তাকিয়ে আছি। সেই মুহূর্তটা আমার এখনও মনে আছে হঠাৎ যখন মনে হল, ভারত সত্যি সত্যিই জিতে যেতে পারে এবং তাই ঘটল। ভারত জিতে নিল প্রথম বিশ্বকাপ। আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ল সেই ছোট্ট টিভি পর্দার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিজয়ী ভারতীয় দলের মাঝে অধিনায়ক কপিল দেব দুই হাতে সেই রূপালী কাপটা উঁচু করে ধরতেই লর্ডসের বারান্দায় শ্যাম্পেইনের বোতলগুলো খোলা হচ্ছিল। উদযাপনের সে কি মুহূর্ত। আমার মত আরও অনেকেই হয়ত বুঝবেন যে সেই চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তের অনুভূতিটা কেমন ছিল।

অবশেষে আমি আমার চোখ খুললাম। ঝক্‌ঝকে সবুজ মাঠ, চারপাশের সাদা চেয়ার সব ঝাপসা হয়ে গেছে, বুঝতে পারলাম আমার চোখ জলে ভরে

গিয়েছে। লর্ডসে রৌদ্রোজ্জ্বল সেই সুন্দর দিনে আমার সামনের বারান্দাটা ফাঁকা দেখলাম, আর বারান্দার সাদা রেইলিং-এর দিকে তাকাতেই সেই একই শিহরণ অনুভব করতে লাগলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

Tube: St. John's
Tube: Baker Street or Tube: Marylebone.
Website: www.Lords.org

এমসিসি জাদুঘর দেখতে যাবার একটাই উপায়, লর্ড'স ট্যুরের অংশ হয়ে যাওয়া। এই জাদুঘরের দর্শনীয় সামগ্রী কিন্তু নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি আগেভাগেই অনলাইনে টিকিট কেটে ফেলেন। যখন মাঠে কোন খেলা থাকে না, শুধু সেসময়ের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে এখানে ভ্রমণ করা যায়। ঐতিহাসিক লর্ড'স ক্রিকেট গ্রাউন্ডস সেইন্ট জন'স উড টিউব স্টেশন থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ। আর বেকার স্ট্রিট বা মেরিলবোন টিউব স্টেশন থেকে হেঁটে গেলে হয়ত কুড়ি মিনিটের মত সময় লাগবে। উপরের ওয়েবসাইটে এই মাঠে বিভিন্ন ক্রিকেট খেলার বিস্তারিত সময়সূচী পাবেন। এখানে স্মারক উপহার সামগ্রীর চমৎকার একটা দোকান আছে। যদিও দেড় ঘণ্টার ভেতরেই আপনি এই ভ্রমণ শেষ করতে পারবেন, তবে ভ্রমণ শেষে এই উপহারের দোকানে (গিফট শপ) কিছুটা সময় কাটানোর আগাম পরিকল্পনা করে নিলে ভালো হবে।

▼ শচীন তেন্ডুলকরের প্রিয় বসার জায়গা